বরাকের বাংলা ভাষা আন্দোলন

BEGALI (PG) SEM-iv Paper-404

ভারত তথা বাংলা ভাগের পর বাংলাভাষী মানুষজনের বড় অংশ অসমপ্রদেশে রয়ে যায়। বরাক উপত্যকায় বাংলাভাষী মানুষজন সংখ্যাগরিষ্ট। সারা দেশের মত অসমেও রাজ্য কেন্দ্রিক একভাষার প্রতি ঝোঁক বাড়তে থাকে। ১৯৫৫ খ্রী থেকে ব্যপক হারে অসমে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন শুরু হয়। গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী,বরপেটা অঞ্চলের বাঙালীরা আক্রান্ত হয়। অসমিয়ারা অসম প্রদেশে অসমিয়া ভাষাকে সরকারী ভাষা করার দাবী জানাতেই থাকে। সংখ্যাগরিষ্ট অসমিয়াদের চাপে ১৯৬০ সালের এপ্রিলে, আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে অসমিয়া ভাষাকে অসম প্রদেশের একমাত্র দপ্তরিক ভাষা তথা সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার একটি প্রস্তাবের গ্রহণ করা হয়। এতে বাঙালী অধ্যুষিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে। অসমে কাজের সূত্রে অনেক বাঙালী অসমে বাস করত। উত্তেজিত অসমীয় জনতা বাঙালি অভিবাসীদের আক্রমণ করে। জুলাই ও সেপ্টেম্বরে জুড়ে সহিংসতা চলে। ক্রমশ আক্রমণ উচ্চ রূপ নেয়, প্রায় ৫০,০০০ বাঙালি হিন্দু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে প্রায় ৯০,০০০ বাঙালী বরাক উপত্যকা ও উত্তর-পূর্বের অন্যত্র পালিয়ে যায়। ন্যায়াধীশ গোপাল মেহরোত্রার নেতৃত্বে এক ব্যক্তির একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কামরূপ জেলার বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে বাঙালীদের বাড়ি ধ্বংস ও আক্রমণ করা হয়; এই জেলা ছিল সহিংসতার সবচেয়ে আক্রান্ত এলাকা। নয়জন বাঙালিকে হত্যা করা হয় এবং শতাধিক লোক আহত হয়। তারপর বাঙালীদের প্রতি আক্রমণ কিছুটা ক্রমে আসে তবে তা বিক্ষিপ্তরূপে চলতেই থাকে। 'বঙ্গালখেদা'র মধ্যেও বাঙালীরা তাদের ভাষাকর্মসূচি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। কাছাড়ের বাঙালীদের উদ্যোগে শিলচরে ২ ও ৩ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় বাংলা ভাষা সম্মেলন। এই সম্মেলন বাঙালীদের উদ্দিপ্ত করে। সাংসদ চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক কাজী আব্দুল ওদুদ প্রমুখ এই সম্মেলনে ভাষণদেন যা বাঙালীদের মাতৃভাষা রক্ষায় উৎসাহ জোগায়।

অসমিয়ারা সরকারকে লাগাতার চাপ দিতে থাকে অসমিয়াকে রাজ্যের সরকারী ভাষা করার জন্য। ১০ অক্টোবর, ১৯৬০ সালের সেই সময়ের অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা অসমীয়াকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করেন। উত্তর করিমগঞ্জ-এর বিধায়ক রণেন্দ্রমোহন দাস এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। বাদানুবাদের পর সংখ্যাগরিষ্ট অসমিয়া বিধায়কদের সম্মতিতে ২৪ অক্টোবর প্রস্তাবটি বিধানসভায় গৃহীত হয়। অসমিয়াভাষা অসমপ্রদেশের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হয়।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে অসমের বিশেষত বরাক উপত্যকার বাঙালীরা ক্ষুব্দ হয়। অন্যদিকে কাছাড় জেলা কংগ্রেস কর্মী সম্মলনে বাঙলা ভাষার পক্ষে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি। অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কাছাড়ের বাঙালীরা নিজস্ব সংগঠন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি করিমগঞ্জে আয়োজিত এক জন সম্মলনে '*কাছাড়*

গণ সংগ্রাম পরিষদ‘ নামক সংগঠনটির জন্ম হয়। যে সংগঠনটি বাংলাভাষাকে অসমের অন্যতম সরকারী ভাষার মর্যাদা দান করার দাবীতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। তবে নবসৃষ্ঠ এই সংগঠনটিতে বড়মাপের কোন রাজনৈতিক নেতা বা বুদ্ধিজীবি যুক্ত হয় নি। তবে *গণ সংগ্রাম পরিষদ* তাদের কর্মসুচি অব্যাহত রাখে এবং বাংলাভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য রাজ্যসরকার ও কেন্দ্রসরকারের কাছে দাবী পেশ করে।

অসম সরকারের বাংলাভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব ও ‘বাঙাল খেদা’ নামক অন্যায়ের বিরুদ্ধে ১৪ এপ্রিল তারিখে শিলচর, করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দির লোকেরা সংকল্প দিবস পালন করেন ।-বরাকের জনগণের মধ্যে সজাগতা সৃষ্টি করার জন্য এই পরিষদ ২৪ এপ্রিল একপক্ষ দীর্ঘ একটি পদযাত্রা শুরু করেছিল। ২ মে তে শেষ হওয়া এই পদযাত্রাটিতে অংশ নেওয়া সত্যাগ্রহীরা প্রায় ২০০ মাইল উপত্যকাটির গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচার চালিয়েছিলেন। পদযাত্রার শেষে পরিষদের মুখ্যাধিকারী রথীন্দ্রনাথ সেন ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি ১৩ এপ্রিল,১৯৬১ সালের ভিতর বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা না হয়, ১৯ মে তে তারা ব্যাপক হরতাল করবেন। ১২ মে তে অসম রাইফেল, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট ও কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী শিলচরে ফ্ল্যাগ মার্চ করেছিল।১৮ মে তে অসম পুলিশ আন্দোলনের তিনজন নেতা নলিনীকান্ত দাস, রথীন্দ্রনাথ সেন ও বিধুভূষণ চৌধুরী (সাপ্তাহিক যুগশক্তির সম্পাদক) কে গ্রেপ্তার করে।

পূর্ব ঘোষণামত ১৯ মে তে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দিতে হরতাল ও পিকেটিং আরম্ভ হয়। দলে দলে করিমগঞ্জে আন্দোলনকারীরা সরকারী কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন, কোর্ট ইত্যাদিতে পিকেটিং করেন। শিলচরে আন্দোলনকারীদের একটা অংশ রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। বিকেল ৪টার সময়সূচির ট্রেনটির সময় পার হওয়ার পর হরতাল শেষ করার কথা ছিল। ভোর ৫:৪০ এর ট্রেনটির একটিও টিকিট বিক্রি হয় নি। সকালে হরতাল শান্তিপূর্ণ ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। যদিও পরিবেশ থমথমে ছিল। বিকালে স্টেশনে অসম রাইফেল এসে উপস্থিত হয়।

বিকেল প্রায় ২:৩০র সময় ন'জন সত্যাগ্রহীকে কাটিগোরা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের একটি ট্রাক তারাপুর স্টেশনের কাছ থেকে পার হয়ে যাচ্ছিল । পিকেটিংকারী সকলে তাদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঘিরে ধরার চেষ্টা করে। ভয় পেয়ে ট্রাকচালক সহ পুলিশরা বন্দীদের নিয়ে পালিয়ে যায়। এর পর কোনো অসনাক্ত লোক পরিতক্ত ট্রাকটি জ্বালিয়ে দেয়, যদিও দমকল বাহিনী এসে তৎপরতার সাথে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তারপর প্রায় ২:৩৫ নাগাদ স্টেশনের সুরক্ষায় থাকা প্যারামিলিটারী বাহিনী আন্দোলনকারীদেরকে বন্দুক ও লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে। এরপর সাত মিনিটের ভিতর তারা ১৭ রাউণ্ড গুলি আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে চালায়। ১২ জন লোকের দেহে গুলি লেগেছিল। তাদের মধ্যে ন'জন সেদিনই নিহত হয়েছিলেন; দু'জন পরে মারা যান। শহীদরা হলেন- কানাইলাল নিয়োগী, চন্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রকুমার দেব, কুমুদরঞ্জন দাস, সুনীল সরকার, তরণী দেবনাথ, শচীন্দ্র চন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সুকোমল পুরকায়স্থ এবং কমলা ভট্টাচার্য। ২০ মে তে শিলচরের জনগণ শহীদদের শবদেহ নিয়ে শোকমিছিল করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিলেন। চারিদিকে ধিক্কার, প্রতিবাদ আর বাঙালীদের জনরোষে কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভাষা সমস্যা নিরসনে আসামে এসে পৌঁছান। দফায় দফায় কাছাড় পক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বৈঠক হয়। তারপর লালবাহাদুর

একটি সমাধান সূত্র দেন যা 'শাস্ত্রী-ফর্মুলা' নামে পরিচিত। যদিও গণসংগ্রাম পরিষদ এই ফর্মুলা প্রত্যাখ্যান করেন। যদিও জুন মাসে জেলে আটক কয়েক শত আন্দোলনকারীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারী ভাষা হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। যদিও নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালনা ও হত্যার কোনো বিচার হয় নি। এবং অসমের বাঙালীদের উপর ও বাঙলা ভাষার উপর বৈষম্যমূলক আচরণ চলতেই থাকে। ১৯ মে কে *বাংলা ভাষা শহীদ দিবস* হিসেবে পালন করা শুরু হয় বরাক উপত্যকা জুড়ে। মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দেওয়া ১১জন বাঙালীর নাম হয়ত সেভাবে আজ কেউ জানে না। কিন্তু এই সাধারণ নিরহ মানুষগুলো নিজের দেশের সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজের দেশের পুলিশের দ্বারা নিহত হন। যা দেশের লজ্জা এবং বাঙালীর গর্বের।

(তথ্যসূত্র:ইন্টারনেট)